এই দুই ব্রাহ্মণ তাহার একজন।
ঠাকুরে প্রণাম করে শুনি সে বচন।।
একটি প্রণমে দাঁড়াইয়া আর জন।
কৈশোর প্রথমাবস্থা সেই যে ব্রাহ্মণ।।
চাহিয়া ঠাকুর পানে নেত্র তার স্থির।
সেই ব্রাহ্মণের ছিল অসুস্থ শরীর।।
তপস্বী বৈরাগী তবে উঠে সভা হ'তে।
ব্যাধিযুক্ত ব্রাহ্মণেরে লাগিল কহিতে।।
'ঠাকুর দেখিতে এলে প্রণমিতে হয়।
দেখিলে তো ঐ বিপ্র প্রণমিল পায়।।
এখন পর্যন্ত কেন দাঁড়াইয়া রও।
ঠাকুর দেখিয়া কেন প্রণাম না হও।।'
এতেক বলিয়া ব্রাহ্মণের গ্রীবা ধরি।
মত্ত মাতালের প্রায় বলে হরি হরি।।
গ্রীবা ধরি চাপামারি ভূমিতে ফেলায়।
বলে 'বাবা দেরে সেবা ঠাকুরের পায়।।'
চাপ পেয়ে সেই দ্বিজ প্রণাম করিল।
মঙ্গল দাঁড়া'য়ে বলে হরি হরি বল।।
হরিচাঁদ পদ হ'তে পদরজঃ এনে।
ব্রাহ্মণের মস্তকেতে দেয় টেনে টেনে।।
এইমত তিনবার ধুলি দিল গায়।
অঙ্গেতে যে ব্যাধি ছিল তাহা সেরে যায়।।
ব্যাধিমুক্ত হ'য়ে দ্বিজ সভাজনে কয়।
অবতীর্ণ সামান্য মানুষ ইনি নয়।।
ব্রাহ্মণ্য-দেবের দেব শ্রীহরি ঠাকুর।
হরি হরি বল সবে ভ্রম করি দূর।।

"মতুয়া" খ্যাতি

ওড়াকান্দী দাসবাড়ী এ কাণ্ড ঘটিল।
গ্রামবাসী দ্বিজ যত সকলে রাগিল।।
ব্রাহ্মণের মান্য দিল নিজে ভগবান।
কি সাহসে হরিদাস করে অপমান।।
ঠাকুর সেজেছে ভারী হরি হরি বলে।
যত বেটা ভণ্ড জুটে দল বেঁধে চলে।।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ভক্তি মোটে কিছু নাই।
দিবারাত্রি হরি বলে সেজেছে গোঁসাই।।
এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখি নাই চোখে।
হরিনামে জ্ঞান-হারা হয় নাকি লোকে।
মেতে যায় হরি বলে ভঙ্গী ক'ব কত।
হরি বলে মেতে থাকে ও বেটারা "ম'তো"।।
বেদ-বিধি নাহি মানে না মানে ব্রাহ্মণ।
নিশ্চয় করিতে হবে এ দলে শাসন।।
গ্রামবাসী বহিরঙ্গ নমঃশূদ্রে কয়।
হরিদাস ভক্তগণে বাদ দিতে হয়।।
গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিবাদী যত লোক ছিল।
ভক্তদলে 'মতো' বলে বাদে ফেলে দিল।।
বহিরঙ্গ লোক যদি কভু নাম করে।
'মতো' 'মতো' বলি সবে তারে ব্যঙ্গ করে।।
হরি-ধ্যান হরি-জ্ঞান হরি-নাম সার।
প্রেমেতে মাতোয়ারা "মতুয়া" নাম যার।।
খ্যাতি শুনি লক্ষ্মীপতি হরিচাঁদ কয়।
"মতুয়া" উপাধি ধন্য জগন্মান্য হয়।।
ব্রহ্মকে জানিলে হয় ব্রাহ্মণ উপাধি।
বৈষ্ণবে ভজনা করে বিষ্ণু নিরবধি।।
নামী হতে নাম বড় জান সমাচার।
নাম পরে অধিকার এক "মতুয়ার"।।
নামে প্রেমে মাতোয়ারা মতুয়া'রা সব।
কোথায় ব্রাহ্মণ লাগে কিসের বৈষ্ণব।।
কোথায় ব্রাহ্মণ দেখ কোথায় বৈষ্ণব।
স্বার্থবশে অর্থলোভী যত ভণ্ড সব।।
স্বার্থশূন্য নামে মত্ত "মতুয়ার" গণ।
ভিন্ন সম্প্রদায় রূপে হইবে কীর্ত্তন।।
হরি প্রেমে মাতোয়ারা "মতুয়া" সমাজ।
পয়ার প্রবন্ধে কহে কবি রসরাজ।।